শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মেডিকেল অফিসার বৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়

প্রতিষ্ঠান: শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা

তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়: সকাল ১১:০০ ঘটিকা

বিষয়ভিত্তিক খাত	মূল বিষয়	আলোচনার ফলাফল/মতামত/সুপারিশ
শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গর্ভনেন্স	**বর্তমান সমস্যাসমূহ ও ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা**	**অবকাঠামোগত সমস্যা** • ০৪টি কেন্দ্রের নিজস্ব অফিস ভবন নেই এবং প্রায় সব কেন্দ্রের অবকাঠামোর অবস্থা খুবই নাজুক। • দূর্বল অবকাঠামো ও পেশাগত উৎকর্ষের সুযোগ না থাকায় অনেক চিকিৎসক চাকুরিতে থাকতে অনাগ্রহ করেন। • নতুন শিল্পাঞ্চলে যথাঃ আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুরে কোন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। • কেন্দ্রে সাধারন প্রথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। গর্ভবর্তী শ্রমিকদের জন্য ডেলিভারী (সিজারিয়ন/নরমাল) সেবা দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের বেসরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহন করলে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়, যার ব্যয় বহন করা সামর্থ সাধারণ শ্রমিক ভাই বোনের থাকে না। কেন্দ্রে এই ধরণের সেবা প্রদান করা যায় না। • শ্রমিকদের পেশাগত ব্যধি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া সম্ভব হয় না। **প্রাশাসনিক সমস্যা** • সেবা সম্পর্কে শ্রমিক ভাই বোনেরা না জানার ফলে সেবা প্রদান অনেক সময় ব্যহত হয়। • পর্যাপ্ত বাজেট এবং সব ধরনের ঔষধের সরবরাহ নেই। • কেন্দ্রে অনেক পদ শূণ্য রয়েছে। • নারায়নগঞ্জের চিকিৎসক অফিসে জায়গার অভাবে সেবা প্রদান বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। • শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন উচ্চতর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা নেই।
	উত্তরনের সুপারিশ ও উপায়	**অবকাঠামোগত সুপারিশ** • মধ্যে বর্তমান ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। সব বিভাগে বিভাগীয় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি জেলার বিশেষ করে শ্রমঘন অঞ্চলে নতুন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন।

বিষয়ভিত্তিক খাত	মূল বিষয়	আলোচনার ফলাফল/মতামত/সুপারিশ
		• শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহকে জনবান্ধব করার জন্য এবং বিদ্যামান সেবার মানোন্নয়ান নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। • স্বাস্থ্য সুবিধা বৃহৎ পরিসরে বৃদ্ধিকরণ, প্যাথলজিকাল সুবিধা চালুকরণ, এবং চক্ষু, শিশু, ও গাইনি আলাদা বহির্বিভাগ চালু করা। • ILO এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তায় শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নের কাজে পেশাগত ব্যধি সংক্রান্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সকল সুবিধা নিশ্চিতকরনসহ শ্রমজীবী হাসপাতাল নির্মানের সুপারিশ করা। • ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা, মংলা, রূপসা, ও ঘাগড়া শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কেন্দ্রগুলোর ভবনের অবস্থা খুবই জরাজীর্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিজস্ব জমিতে নতুন ভবন নির্মান করা প্রয়োজন। • শ্রমঘন এলাকা, বেপজা, বিসিক অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রিক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র গড়ে তোলা। • বিনোদন সেবা কাযক্রমের সংস্কার করে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা। সামাজিক সুরক্ষা ডেস্ক স্থাপন করা। • কেন্দ্রসমূহের যানবাহন সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চিত করা। **প্রাশাসনিক সুপারিশ** • শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রশিক্ষন সেবা কার্যক্রমের সংস্কার করে Need Based Training উদ্যোগ গ্রহণের করা। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী ও দেশি বিদেশি কারিগরি সংস্থার কারিগরি সহায়তা নেয়া। • শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহে কর্মরত চিকিৎসা কর্মকর্তাগণের উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্তে প্রেষণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত) অনুসরণ পূর্বক প্রশাসনিক জটিলতা নিরসণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। • স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা ও দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা। • পেশাগত রোগের প্রশিক্ষনের আয়োজন করলে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসারগণকে যুক্ত করা। • বুনিয়াদি প্রশিক্ষন করানো।

বিষয়ভিত্তিক খাত	মূল বিষয়	আলোচনার ফলাফল/মতামত/সুপারিশ
		• শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে একটি হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা এবং আরো বেশি চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া। • কেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, পেশাগত ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • কর্মকর্তার নাম, পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড উন্নীত করা। ৬ষ্ঠ গ্রেডে কর্মরত চিকিৎসা কর্মকর্তাগণের পদের নাম সিনিয়র মেডিকেল অফিসার পরিবর্তন করে উপ পরিচালক (মেডিকেল/স্বাস্থ্য) করার ব্যবস্থা করা। • বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে হাসপাতাল নির্মান, স্বাস্থ্য সেবা ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। • অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদটি অভ্যন্তরীন পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা। • শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর পূর্নাঙ্গ রুপ প্রদানের জন্য ইউনিট হিসেবে স্বাধীনতা দেয়া। • সরকারের কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে হতে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে সকল ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। • শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নাম পরিবর্তন করে "শ্রম কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (Labour Welfare of Health Care Center) করা। • বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিককে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান সহ শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষন কোর্স আয়োজন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী বহন এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে সরকারি গাড়ি/যানবাহন সুবিধা করা।